প্রথম আলো

তারিখ 25 MAY 2017 পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

শিক্ষক শ্যামল কান্তি কারাগারে

নিজস্ব প্রতিবেদক, নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জের প্পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এক শিক্ষিকাকে এমপিওভুক্ত (বেতনের সরকারি অংশ প্রাপ্তির ব্যবস্থা) করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে করা মামলায় গতকাল বুধবার জেলার বিচারিক হাকিম আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার অভিযোগ তুলে গত বছরের ১৩ মে শিক্ষক শ্যামল কান্তিকে ওই বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রকাশ্যে লাঞ্ছিত করা হয়। ওই ঘটনার ভিডিওচিত্রে তাঁকে কান ধরে উঠবস করানোর নির্দেশ দিতে দেখা যায় স্থানীয় সাংসদ সেলিম ওসমানকে। ঘটনাটির ভিডিও প্রচারিত হলে এ নিয়ে দেশজুড়ে তোলপাড় সৃষ্টি হয়। প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। মামলা হয়। এ ঘটনায় ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালত বিচার বিভাগীয় তদন্ত শেষে গত ১৯ জানুয়ারি প্রতিবেদন দেন। ওই ঘটনায় করা মামলায় সাংসদ সেলিম ওসমান ও অপু নামের একজনের বিরুদ্ধে আদালত সমন জারি করেন। ওই মামলায় ঢাকার মুখ্য বিচারিক হাকিম আদালত থেকে সেলিম ওসমান গত মঙ্গলবার জামিন পান।

শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে গতকাল কারাগারে পাঠান আদালত ● প্রথম আলো

লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনার এক বছর পর গতকাল ঘুষের মামলায় শিক্ষক শ্যামল কান্তি কারাগারে গেলেন।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

শ্যামল কান্তি কারাগারে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গতকাল আদালত প্রাঙ্গণে শ্যামল কান্তি ভক্ত সাংবাদিকদের বলেন, 'আমি এখানে ন্যায়বিচার পেলাম না। একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির কারণে আমাকে ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পিতভাবে এই মামলায় ফাঁসানো হয়েছে।'

অবমাননাকর শাস্তির ওই ঘটনার প্রায় আড়াই মাস পর শ্যামল কান্তির বিরুদ্ধে বন্দর থানায় দুর্নীতির এই মামলা করা হয়। একই সময় তাঁর বিরুদ্ধে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত এবং এক শিক্ষার্থীকে মারধরেরও দুটি পৃথক মামলা করা হয়েছিল। আদালত শুনানি শেষে পরের দুটি মামলা খারিজ করে দেন এবং ঘুষ নেওয়ার অভিযোগের বিষয়ে বন্দর থানা পুলিশকে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন।

গত ১৭ এপ্রিল মামলার তদন্ত কর্মকর্তা বন্দর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) হারুন অর রশিদ আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল দুপুরে শুনানি শেষে আদালত শ্যামল কান্তি ভক্তের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। শ্যামল কান্তি বিকেলে আইনজীবীর মাধ্যমে নারায়ণগঞ্জের জ্যেষ্ঠ বিচারিক হাকিম অশোক কুমার দত্তের আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করেন। আদালত সেই আবেদন নামঞ্জুর করে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

শ্যামল কান্তি গতকাল আদালতে আত্মসমর্পণের সময় সাংবাদিকদের বলেন, 'আমাকে চাপে রাখার জন্যই এই মামলা করা হয়েছে। পুলিশ আগে থেকেই প্রভাবশালী ওই ব্যক্তির পক্ষে কাজ করছে। এই মামলায় পুলিশের তদন্ত প্রতিবেদন অন্য রকম হতে পারত। কিন্তু ওই প্রভাবশালী ব্যক্তিকে খুশি করার জন্যই পুলিশ এই ধরনের প্রতিবেদন দাখিল করেছে।'

২০১৬ সালের ২৭ জুলাই শ্যামল কান্তি ভক্তের বিরুদ্ধে মামলা করেন বন্দরের পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চ বিদ্যালয়ের ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক মোর্শেদা বেগম। মামলায় তিনি অভিযোগ করেন, ২০১৪ সালের ২৪ ডিসেম্বর প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্ত চাকরি এমপিওভুক্ত করে দেওয়ার জন্য তাঁর কাছ থেকে প্রথমে ৩৫ হাজার টাকা ঘুষ নেন। পরে আরও এক লাখ টাকা ঘুষ নেন। কিন্তু তাঁকে এমপিওভুক্ত করার কোনো উদ্যোগ নেননি। শ্যামল কান্তিকে কারাগারে পাঠানোর পর তাঁর স্ত্রী সবিতা হালদার বলেন, 'আমার স্বামীকে লাঞ্ছিত করার আগে এই ধরনের কোনো অভিযোগ ছিল না। তাঁকে মিথ্যা মামলায় জেলে পাঠানো হয়েছে।'

সবিতা হালদার বলেন, 'বন্দর থানার এসআই মোখলেছুর রহমান আমাদেরকে সাংসদের সঙ্গে মিলে যাওয়ার জন্য বারবার চাপ দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন, সাংসদ ৫০ লাখ টাকা দেবেন। আমাদেরকে নারায়ণগঞ্জ ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু আমার স্বামী এতে রাজি হননি।' তিনি বলেন, শিক্ষক তো প্রধান শিক্ষক একা নিয়োগ করতে পারেন না। এটা করে ম্যানেজিং কমিটি। শ্যামল কান্তির আইনজীবী সাখাওয়াত হোসেন বলেন, এটা জাতির জন্য, শিক্ষক সমাজ, দেশের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য কলঙ্কজনক অধ্যায়।

নারায়ণগঞ্জ নাগরিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক আবদুর রহমান বলেন, পুরো বিশ্ব দেখেছে একজন শিক্ষককে কীভাবে অপমান ও নির্যাতন করা হয়েছে। সেই শিক্ষক আদালত থেকে জামিন পেলেন না। তাঁকে হাতকড়া পরিয়ে যেভাবে পুলিশি পাহারায় কারাগারে পাঠানো হয়েছে, সেটি নজিরবিহীন।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.................................
তারিখ.................................

উপ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
উপ. ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে

স্বাক্ষর